কুচি কে

সুমিত পতি

এই পথ দিয়েই কুচি হেঁটে গেল ফিরবে না বলে
পথও হেঁটে গেল কুচির সঙ্গে, দূর - বহুদূর
সুদূর কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকায় ভ্রাম্যমান কুচির যৌবন
ইচ্ছে করে যৌব তরঙ্গিনী রচনা করি, - কুচির বুকে ইহ কল্‌হন।

কুচিকে ইতিহাস পড়াতাম আমি, পড়তাম...
বইয়ের পাতায় পাতায়, অক্ষরে অক্ষরে কুচিকে নিয়ে
পাড়ি জমাতাম ফ্যারাও দেশ থেকে হাভাতে ভিয়েতনামে
কখনও শান্ত ইতাদি থেকে যৌবনের প্যারিসে।

স্তব্ধ জনপদ, কুচি - আর আমার বিশ্ব-সংসার
ঘন্টা দেড়েকের দেখাশোনা কেটে যেত
ঘন্টার পাঁচশো উষ্ণ শ্বাসের হিসেবে
দেড় হাজার বার তোমাকে চাই বিশ্বাসে...।
ক্রমশ অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে কুচি, ইতিহাস হল
দেওয়ালের ক্যালেন্ডার জুড়ে হাসি-হাসি মুখে

এই প্রথমবার নির্লজ্জ হল, বেশ ঠোঁট এগিয়ে দিয়েছে
ভয় নেই, কোন জোর নেই, এই কুচি সহজাত চুমু ভালোবাসে
আমি আজকাল ভয় পাই - দেওয়ালে দেওয়াল যায় ঠেকে

কুচির জন্য রোজ চিলে কোঠা ঘরে
একটার পর একটা বিষাদ জমাই
হেঁটে যাওয়া শোকের পাশে রোজ সন্ধ্যায়
একটার পর একটা সিগারেট ধরাই।

সংকেত

রাজু দেবনাথ

শব্দেরা বিশ্বাস ঘাতক
তুমি নীরবতার বুকে কান পাত,

শুনতে পাবে, ঝিনুকের ভেতর
স্তব্ধতার কোলাহল!

সব না-বলা উচ্চারিত হয়
নীরবতা দিয়ে

বোবা হৃদয় কথা বলে
নীরবতা দিয়ে

শব্দেরা বিশ্বাস ঘাতক

তুমি পাঠ কর
নীরবতার সংকেত।

কবিতা

প্রতীকী চক্রবর্তী

তোর দুপুরের আনাচ কানাচ, পা ছড়িয়ে
স্বপ্ন বিছায় যুবক বেলার বান্ধবী সে–
তার দু'হাতে আতসবাজি;

তোর হাতে সেই বারুদ স্লোগান।
পুড়িয়ে ফেলিস বিপন্নতা;
উপুর দেওয়াল রেলিং হেলান।
বান্ধবী তোর পাগলা - ঘোড়া, ভিজবি নাকি নিরুদ্দেশে?
বুকের আগল ভাঙা সকাল,
একলা অথৈ তোর আবেশে।